সংবাদ

তারিখ 05 JUN 2008
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৩

পতিবার ২২ জ্যৈষ্ঠ ১৪১৫
Thursday 5 June 2008

সম্পাদকীয়

উপবৃত্তি টাকার পুকুরচুরি

এফইএসপি নামে পরিচিত মাধ্যমিক পর্যায়ের ছাত্রীদের জন্য উপবৃত্তি প্রকল্পের ৩৪৬ কোটি টাকা তছরুপ হয়েছে বলে গত মঙ্গলবার আমাদের এক ইংরেজি দৈনিকের খবরে প্রকাশ। গত রোববার রংপুরে অনুষ্ঠিত 'ছাত্রীদের জন্য উপবৃত্তি প্রকল্পের সমস্যা চিহ্নিতকরণ এবং ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা প্রণয়ন' শীর্ষক এক কর্মশালায় এসব তথ্য প্রকাশ করা হয়েছে। এফইএসপির দশ বছর মেয়াদের প্রথম পর্ব শুরু হয় ১৯৯৪ সালে। এর জন্য বরাদ্দ ছিল ১৮শ' কোটি টাকা। তার ১৪শ' কোটি টাকা ছাত্রীদের উপবৃত্তির জন্য দশ বছর ব্যয় করা হয়। বাকি টাকা অন্যান্য কাজে ব্যয় করা হয়েছে।

শিক্ষা কর্মকর্তারা বলেন, ১৪শ' কোটি টাকা উপবৃত্তি হিসেবে দেয়া দেখানো হলেও তার প্রায় এক-তৃতীয়াংশ একশ্রেণীর প্রকল্প কর্মকর্তাদের পকেটে গেছে। আপাতদৃষ্টিতে স্কুলের কর্মকর্তা, শিক্ষক এবং শিক্ষা কর্মকর্তারা মিলেমিশে এই পুকুর চুরির কাজটা করেছেন। কাজটা করা হয়েছে প্রধানত ভুয়া ছাত্রী দেখিয়ে। বিষয়টি প্রকল্প কর্মকর্তাদের তদন্তে ধরা পড়েছে বলে জানিয়েছেন প্রকল্পের পরিচালক। একটি উদাহরণ হিসেবে তিনি বলেন, নীলফামারীর ২৮টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ৫ সদস্যের একটি নিরীক্ষা টিম দেখতে পেয়েছে যে, ভুয়া ছাত্রী দেখিয়ে ৯ লাখ ৩৪ হাজার টাকা আত্মসাৎ করা হয়েছে।

শিক্ষা খাতের সর্বস্তরে দুর্নীতি এ দেশে একটি সুপরিচিত বিষয়। নারী শিক্ষার উন্নতির লক্ষ্যে এবং মাধ্যমিক স্তরে ছাত্রীদের ঝরেপড়া বন্ধ করার লক্ষ্যে 'ফিমেল সেকেন্ডারি এডুকেশন স্টাইপেন্ড' বা এফইএসপি প্রকল্প হাতে নেয়া হয়। দরিদ্র দেশে এ ধরনের প্রকল্পের প্রতি সর্বমহল থেকেই প্রশংসা করা হয়েছিল এবং এর জন্য টাকা-পয়সা ও কর্ম বরাদ্দ করা হয়নি। কিন্তু একশ্রেণীর শিক্ষা কর্মকর্তা ও শিক্ষকরা ছাত্রী উপবৃত্তিকে আখের গোছানোর সুযোগ হিসেবে মনে করে ভুয়া ছাত্রীর অবতারণা করেছিলেন। এতে শুধু দরিদ্র দেশের অর্থেরই অপচয় হয়নি, অনেক দরিদ্র ছাত্রীকেও বঞ্চিত করা হয়েছে। অন্যদিকে এর ফলে শিক্ষকদের ভাবমূর্তিও মলিন হয়েছে। সারা দেশেই মাধ্যমিক ছাত্রীদের জন্য এ ধরনের ঘটনা ঘটেছে। এফইএসপির প্রকল্প পচিালক বলেন, এ পর্যন্ত বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে ৯ লাখ ৩৪ হাজার টাকা আদায় করা হয়েছে এবং তা রাষ্ট্রীয় কোষাগারে জমা দেয়া হয়েছে। তছরুপ করা ৩৪৬ কোটি টাকার মধ্যে এই সামান্য অর্থ উদ্ধার থেকে মনে হয় উপবৃত্তির মেরে দেয়া টাকা উদ্ধারের এখনও অনেক বাকি। তবে অর্থ উদ্ধারই যথেষ্ট নয়। সংশ্লিষ্ট দুর্নীতিবাজদের শাস্তির ব্যবস্থা করে ছাত্রী উপবৃত্তি প্রকল্পকে শক্ত ভিত্তির ওপর দাঁড় করাতে হবে।

উপবৃত্তি প্রকল্পের দ্বিতীয় পর্যায় শুরু হয়েছে ২০০৫ সালের জুলাই মাসে। দ্বিতীয় পর্বের জন্য বরাদ্দ করা হয়েছে ৫০৩ কোটি টাকা। প্রকল্প পরিচালক বলছেন, এর মধ্যে ১২০ কোটি টাকা উদ্বৃত্ত থাকবে। কারণ যোগ্য ছাত্রীর সংখ্যা নাকি অর্ধেকে নেমে এসেছে। অথচ এ প্রকল্পের অধীনে ২০০২ সালে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ছিল ১৩ হাজার ৮২৬। ২০০৬ সালে তা দাঁড়িয়েছে ১৫ হাজার ৬৪৯। অতএব, উপবৃত্তির যোগ্যতা নির্ধারণে কোন সমস্যা আছে বলে মনে হচ্ছে। কেননা, ইতোমধ্যে দেশে দারিদ্র্য বেড়েছে। স্বল্প ও নিম্নবিত্ত মানুষের জীবনযাত্রার মান নিচে নেমে গেছে। ফলে উপবৃত্তি পাওয়ার সংখ্যা বাড়ানো উচিত। টাকা-পয়সা বরাদ্দ থাকলেও তা উপবৃত্তির কাজে ব্যয় না করাটা অন্যায় হবে। আমরা আশা করব, উপবৃত্তি প্রকল্পের মনিটরিং বাড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে বিষয়টির প্রতি নজর দেয়া উচিত।